R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এস, কে, রায় হার্ডওয়্যার স্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ
ইলেকট্রিক সরঞ্জাম
সিমেন্ট
রং

ফ্যান
ল্যাম্প
মেসিন-পার্টস

৬২শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২২শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
৫ই মে, ১৯৭৬ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

অন্ধ সমিতির আরজি

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩ মে—সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক অন্ধ পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থাকরণ প্রতিটি মহকুমায় একটি করে অন্ধ বিদ্যালয় স্থাপন, অন্ধ পরিবারের সন্তান-সন্ততির শিক্ষালাভের যাবতীয় ব্যয়ভার সরকারী অনুদান থেকে বরাদ্দকরণ, একজন সাহায্যকারী সঙ্গীসহ প্রত্যেক অন্ধের বিনা ভাড়ায় যাবতীয় যানবাহনে ভ্রমণের ব্যবস্থা, এই জেলার প্রতিটি অঞ্চলের অন্ধ তালিকা মুর্শিদাবাদ জেলা অন্ধ সমিতির অফিসে অবিলম্বে পাঠানোর ব্যবস্থা এবং নির্বাচিত যে কোন সদস্যকে বিধানসভায় পঃ বঃ অন্ধদের প্রতিনিধিত্ব করার অতিরিক্ত ক্ষমতাদান—আজ মুর্শিদাবাদ জেলা অন্ধ সমিতি উপরোক্ত ছ'দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারক লিপি মিছিল সহকারে রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমার পর জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক সমীপে পেশ করেন। সমিতি কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহার থেকে তাঁদের দাবিগুলির কথা জানা যায়। এবং দীর্ঘদিন পরও তাঁদের দাবিদাওয়াগুলি পূরণ না হওয়ার ঘটনাকে ইস্তাহারে 'মর্মান্তিক' ও 'বেদনাদায়ক' বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'প্রয়োজনবোধে ডেপুটেশনের অবস্থান অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে রূপান্তরিত হতে পারে'।

কীর্ত্তন গান : বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া রথীন ঘোষ গত ১ এবং ২ মে অরঙ্গাবাদ রাধা-গোবিন্দ জীউ-এর মন্দির সংলগ্ন নাট মন্দিরে লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন। মৃণালিনী বিড়ি উৎপাদক সংস্থা এর আয়োজন করেন।

আঁধার ও আলোর দুই ঘটনার দুই নায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরবতী লেবুর ক্রেতা অবাক। ঠোঙাটা যে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর এ্যাডমিট কার্ড। যে পরীক্ষা তখনো হয়নি শুধু নয়, স্কুলে স্কুলে এ্যাডমিট কার্ড পাঠানই আরম্ভ হয়নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দেয়াল ডিঙ্গিয়ে সে এ্যাডমিট কার্ডের ঘটনাস্থল শিয়ালদহ অঞ্চল। সংবাদটি একটি বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের। পরীক্ষার্থী বৈদ্যনাথ দত্ত রোল জঙ্গি নং ২২৮৭। এ বিষয়ে ৭ এপ্রিলের জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল।

গত হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ইংরাজী দ্বিতীয় ভাষা (১ম পত্র) পরীক্ষক খাতা দেখতে দেখতে বিস্মিত। 'আরে য্যাঃ! ছেলেটা এ্যাডমিট কার্ড খাতায় রেখে দিয়েছে। বেচারা! পরের পরীক্ষাগুলোয় হয়রানি হল কিনা কে জানে। ডুপ্লিকেট এ্যাডমিট কার্ড কতদিনে পাবে তাংই বা ঠিক কি।' ঘটনাস্থল অজ্ঞাত। সংবাদ নয়, একেবারে ঘটনা। পরীক্ষকের কাছ থেকে এ্যাডমিট কার্ড ডাকযোগে এল সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে। পরীক্ষার্থী গণেশ মণ্ডল, রোল জঙ্গি (এইচ. ইউ) নং 0736। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গণেশের ডুপ্লিকেট এ্যাডমিট কার্ড আনাবার ব্যবস্থা করবেন এমন সময় এটি পাওয়া গেল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দরদী পরীক্ষক নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের ঠিকানা ধরে আপন খরচে পাঠালেন গণেশের এ্যাডমিট কার্ডটি।

নিরুদ্দেশ ও হারান-প্রাপ্তি উভয় ঘটনার দুই নেপথ্য নায়কের একজন আকর্ষণ করছেন চরম ঘৃণা, আরেকজন অন্তরের শ্রদ্ধা। দি ওয়ার্লড ইজ নট ইয়েট অলটুগেদার ব্যাড।

ভাগীরথীর ভাঙনে সাগরদীঘির গ্রাম বিপন্ন, অনেকে গৃহহারা

সাগরদীঘি, ৩ মে—এই ব্লকের পাটকেলডাঙ্গা অঞ্চলের দিয়ার বালাগাছি এবং মহেশপুর গ্রাম দু'খানি ভাগীরথীর ভয়ঙ্কর ভাঙনে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত জানা গিয়েছে যে, সেখানে প্রায় ৫০টি পরিবার গৃহহারা হয়েছে এবং ভাঙনের ফলে বহু একর জমি ভাগীরথীর গর্ভে লীন হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকজন ত্রাণের অভাবে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছেন। গ্রামবাসীরা বলছেন, ফরাক্কার জল ছাড়ার পর থেকে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়েছে এবং এই ভাঙন প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে গ্রামগুলির অস্তিত্ব অদূর ভবিষ্যতে নদীগর্ভে বিলীন হতে পারে। দিয়ার বালাগাছির অবস্থান সাগরদীঘি থানার উত্তরে ভাগীরথী তীরে। অপর পারে ভগবানগোলা থানা এলাকা। গ্রামের পাশে ডিহিবরজের কাছে ভাগীরথী ভীষণভাবে বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের কাছাকাছি জায়গাতেই চলছে ভাঙনের বিভীষিকা।

অগ্নিকাণ্ডে ৩১টি বাড়ী ভস্মীভূত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৫ মে—গতকাল দুপুরে ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডে রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের রাণীনগর গ্রামে ৩১টি বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বাড়ীর সঙ্গে খারিফ মরশুমের বীজ এবং পশুখাদ্যও ভস্মীভূত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৭১ পরিবারের ৩২৫ জন গ্রামবাসী। ত্রাণের জন্য তাঁরা লুথারান ওয়ারলড্ সারভিসের সাহায্য প্রার্থনা করছেন।

গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা উদ্বোধন

বিশেষ প্রতিনিধি, ৫ মে—গতকাল দুপুরে জঙ্গিপুর সাহেববাজারে গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর শাখার উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক কল্যাণ বাগচী। ওই দিনই এই ব্যাঙ্কের আহিরণ ফিলড্ অফিস এবং আজ অরঙ্গাবাদ শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কাজে গ্রামীণ ঋণ মোচন আইন বলবৎ হওয়ার পর গ্রামের কৃষিকাজে লগ্নীর জন্য মালদহকে প্রধান কার্যালয় করে পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় এই ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হচ্ছে। এই জেলার ছ'টি ব্লকে এখন পর্যন্ত অনেকগুলি শাখা খোলা হয়েছে। ব্লকগুলি হল রঘুনাথগঞ্জ ২, সুতী ১ ও ২, নবগ্রাম, রাণীনগর ২, ভরতপুর ২ এবং বেলডাঙ্গা ২ (আংশিক)।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সম্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৮৩ সাল।

ধুলিয়ান পৌরসভা

জঙ্গিপুর মহকুমার ধুলিয়ান সম্বন্ধে পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কিছু নাই। পুরাতন ঐতিহ্যবাহী এই স্থানটি নানা দিক দিয়া বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায় বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্থল এই ধুলিয়ান এবং সেই সুবাদে বহু ধনী ব্যবসায়ী এখানে রহিয়াছেন। ইহা বাংলা ও বিহারের এক সীমান্ত অঞ্চল, সুতরাং নানা কারণে এখানে জনসমাগম ঘটে। গঙ্গার খেয়ালী ভাঙ্গনে দীর্ঘকাল ধরিয়া যত আঘাতই ইহার উপর আসিয়া পড়ুক না কেন, ধুলিয়ান আপন অস্তিত্ব এখনও বজায় রাখিয়াছে। এখানকার হাট-বাজার, জনবসতি প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ধুলিয়ান পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে এই শহর।

এখানে ঘোড়ায় টানা টাঙ্গার প্রচলন খুব বেশী। রাস্তায় অশ্ববিষ্ঠা যত্রতত্র ছড়ান। এই অশ্ববিষ্ঠা যে কি মারাত্মক রোগবীজাণুবাহী, তাহা সকলেই জানেন। পৌরসভার জনস্বাস্থ্যবিভাগ এই বিষয়ে কিছু চিন্তা করুন—ধুলিয়ানবাসীদের এইরূপ আশা করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এই শহরের পৌরসমস্যাগুলির প্রতি যদি উদাসীন থাকেন তবে আফসোসের বিষয়। কাজ করিবার আছে প্রচুর। পানীয় জল তথা স্নানাদির জলের সমস্যা এখানে অচিন্তনীয়। যে অতি সীমিত নলকূপ রহিয়াছে, তাহার সবগুলি কর্মক্ষম নয়। পানের সম্বল ইঁদারার পচা জল এবং গঙ্গার জল। জলট্যাঙ্ক—সে তো 'স্বপ্নো নু মায়া নু'।

মেথর, ঝাড়ুদার প্রভৃতির ব্যবস্থা এই পৌরসভায় আছে কি না সন্দেহ। মল-মূত্র ও নোংরা জল নষ্কাশনের কোন সুবন্দোবস্ত নাই। ফলে শহরের বাতাস বিষাক্ত-দূষিত। এই সবের মাঝে বাস করিতেছেন নীলকণ্ঠ পুরবাসীরা। ধনীদের কথা আলাদা; তাঁহারা স্ব স্ব ব্যয়ে সুব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্গতির শেষ নাই। ইহারা কথা বলে না; প্রতিকারের নীরব প্রার্থনা এরা করে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারের খাসতালুকে বংশপরম্পরায় বাস করিয়া ইহারা ফরিয়াদ তুলিয়া ধরিতে জানে না। তাই ইহাদের বুকের দাবী মুখের ভাষায় ফুটে না। কিন্তু শহরটির গুরুত্ব বিচারে পৌর এলাকা যাহাতে বাসের অনুকূল হয়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য আমরা ধুলিয়ান পৌরসভার পরিচালকবৃন্দকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। পৌরসভাটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পুরমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হইতেছে।

একটি লেখা, একটি চিঠি

পরম স্নেহাস্পদেষু বিনয়, তোমার চিঠি পেয়েছি। লেখার শক্তিটা কমে গেছে। তবু কিছু লিখে পাঠালাম। একবার revise করতে পারলে হয়তো ভালো হ'তো। দাদার স্মরণ-সভায় ইচ্ছা করলে এটি পড়তে পারো। কিন্তু এ লেখা শুনেও কৃষ্ণভক্তেরা আপত্তি করতে পারে। মধ্যপথে হয়তো থামিয়ে দিতে পারে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি। বরং সভায় না পড়ে জঙ্গিপুর সংবাদে ছেপো। পূজো সংখ্যার জন্যও রেখে দিতে পারো। অনুত্তম অনেকবার অনুরোধ করেছে, একবারও লেখা দিতে পারিনি। যাই হোক, তোমরা যা ভালো বোঝো কোরো। আশা করি তুমি ও পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে শারীরিক ভালো আছ। আমরা মোটামুটি ভালোই আছি। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা নাও। শুভানুধ্যায়ী—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরি, ২১-৪-৭৬।

(পিতৃদেবকে লেখা পত্রটি এখানে প্রকাশ করা হ'লো। আগামী শারদীয় সংখ্যায় তাঁর লেখাটি প্রকাশ করা হবে। —সঃ ঃঃ সঃ)

লেনিন জন্ম-জয়ন্তী

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০ এপ্রিল—ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি গত ২২ এপ্রিল ভি আই লেনিনের ১০৬তম জন্ম-জয়ন্তী পালন করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিভিন্ন বক্তা লেনিনের জীবনী আলোচনা করেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানান।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

১৩ বৈশাখের স্মৃতি থেকে

বিগত ১৩ বৈশাখ জঙ্গিপুর পুরভবনে দাদাঠাকুরের ৯৫তম জন্ম-জয়ন্তী সন্ধ্যায় কয়েকজন বক্তার বক্তব্য সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। সেদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রবীণ শিক্ষক অবনীকুমার রায়, সভাপতি গোরাবাজার আই সি আই-এর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে (বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় সম্পাদক) এবং অন্যতম বক্তা জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মোল্লা তাঁদের ভাষণে যা বলেন তার সারমর্ম করলে দাঁড়ায় (১) দাদাঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করা উচিত। অন্যান্য জায়গায় অনেকের স্মৃতি রক্ষার জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। এখানে এখনও কিছু করা হয়নি—সেটা অনুতাপ এবং লজ্জার বিষয়। (২) দাদাঠাকুরের রচনাবলী এবং অপ্রকাশিত ঘটনা সমন্বয়ে একটি বই অন্ততঃ প্রকাশ করা উচিত।

দাদাঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে শহর রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুরে (মাত্র একটি রাস্তার নামকরণ ছাড়া) এখনও কিছু করা হয়নি এটা নিঃসন্দেহে অনুতাপ এবং লজ্জার বিষয়। দাদাঠাকুরের প্রয়াণের ছ'বছরের মাথায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর জন্ম-জয়ন্তী সর্বপ্রথম পালন করেন বিবেকানন্দ ক্লাব। পরের বছর বাণীকণ্ঠ, বিবেকানন্দ ক্লাব ও জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকা। আর এ বছর? কেবলমাত্র দাদাঠাকুর প্রতিষ্ঠিত জঙ্গিপুর সংবাদ ও পণ্ডিত প্রেস সংস্থা। এ যেন নিজের ঢাকে নিজেই কাঠি দেওয়ার সামিল!

আমি জঙ্গিপুর সংবাদের মুর্শিদাবাদ জেলা প্রতিনিধি হিসেবে জেলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দাদাঠাকুরের স্মৃতিরক্ষা ও অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশ সম্পর্কে বিগত ১৩ বৈশাখের মত অনুযোগ সর্বত্রই শুনতে পাই। আমার মনে হয় সভা-সমিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুধুই অনুযোগ না জানিয়ে রঘুনাথগঞ্জ বা জঙ্গিপুরের সচেতন নাগরিকরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন তা হলে ভালো হয়।

অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশের জন্য সেদিন যে প্রস্তাব দেওয়া হয়, দাদাঠাকুরের পৌত্র বন্ধুপ্রবর অনুত্তম সে প্রস্তাব কার্যকরের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু শরদিন্দুবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণী বক্তব্যের উত্তরে পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় কমিটি গঠনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দাদাঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার জন্য সচেষ্ট হবেন বলে যে প্রস্তাব দেন, শহরের স্বাধীনচেতা নাগরিকরা পারবেন কি সমস্ত বাধা দূরে ঠেলে দিয়ে তাঁর উদ্যোগকে অবিলম্বে কার্যকর করতে? আশা করি গৌরীপতিবাবুর উদ্যোগ সফল হবে এবং আমরা তাঁর উদ্যোগের আনন্দমেলায় বসে আগামী ১৩ বৈশাখ পালন করতে পারব।

পরিশেষে ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে বলি, আমাদের জেলায় বৎসরান্তে সাংবাদিকদের পুরস্কার দানের কোন ব্যবস্থা এখনও কোন মহল থেকে হয়নি। তিনি যদি কমিটি গঠন করতে সফল হন তবে জেলার উৎকৃষ্ট সাংবাদিকদের জন্য 'দাদাঠাকুর স্মৃতি পুরস্কার' চালু করার কর্মসূচী কমিটির অন্যান্য কর্মসূচীর সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য যেন সচেষ্ট হন।

—সত্যনারায়ণ ভকত

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

জঙ্গিপুর, ৪ মে—জঙ্গিপুর কলেজ, ছাত্র সংসদ আয়োজিত কলেজের বাৎসরিক বিচিত্রানুষ্ঠানে গতকাল রাত্রে জঙ্গিপুর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সতীনাথ, নির্মলেন্দু, উৎপলা, কৃষ্ণন সাহা ও উদয়রাজ। নৃত্য পরিবেশন করেন রুমকি-ঝুমকি। হাস্য কৌতুকে অংশ গ্রহণ করেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনক দেবনাথ। কয়েক হাজার শ্রোতার উপস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

চলচ্চিত্রাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সত্যনারায়ণ ভকতের সাক্ষাৎকারের বিবরণ আগামী সংখ্যায়।

—সঃ জঃ সঃ

মে দিবস উদ্‌যাপিত

রঘুনাথগঞ্জ, ২ মে—এস ইউ সি'র রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটি এবং আর এস পি'র থানা কমিটি গতকাল আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতির প্রতীক 'মে দিবস'টি পালন করেন।

॥ দাদাঠাকুর ও মানবেন্দ্রনাথ ॥

— নুরুল ইসলাম মোল্লা

১৯৪০ সাল। স্থান—কোলকাতার হাতিবাগান অঞ্চল। অমলকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে টি-পার্টি। বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় ওরফে এম, এন, রায় আসছেন। মানবেন্দ্রনাথ তখন সদ্য তাঁর বৈপ্লবিক আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি সেরে রাশিয়া ও চীন পরিক্রমা ক'রে দেশে ফিরেছেন। তৎকালীন ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজর রয়েছে তাঁর উপর। অনেকেই তাই এড়িয়ে চলেন এম, এন, রায়কে। কারণ বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কোথায় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কুনজরে পড়লে পৈত্রিক প্রাণটা নিয়েই বোধকরি টানাটানি পড়বে।

অমল মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে দাদাঠাকুরের সৌহার্দ্য আছে। তিনি পণ্ডিত মশাইকেও আমন্ত্রণ জানালেন এই টি-পার্টিতে উপস্থিত থাকার জন্য। মিত্র মহাশয়ের কুণ্ঠা ছিল হয়তো বা দাদাঠাকুর রাজি হবেন না, অমন একজন রাজদ্রোহী ব্যক্তির সম্বর্ধনা-জ্ঞাপক টি-পার্টিতে সরাসরি উপস্থিত থাকতে। কিন্তু অমল মিত্রকে অত্যন্ত আগ্রহ ও সানন্দের সঙ্গে দাদাঠাকুর জানালেন : 'ভাই অমল, ভারত, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের বিপ্লবের সঙ্গে যিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করার জন্যে যদি সরকারের কুনজরে পড়ে কিছুদিন জেল খাটতে হয় তাতেও রাজি আছি।' স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা করে তিনি আরো বললেন : 'আরে ভাই, জেলে যা খেতে দেবে তা আমার বাড়ীর খাবারের চেয়ে খারাপ নয় নিশ্চিত। আর তাছাড়া আমার বাড়ীতে যখন তখন বিছে বেরোয়, জেলে তো আর বিছে নেই।'

৫ই এপ্রিল সকালে মানবেন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলেন। সঙ্গে বিদুষী বিদেশিনী পত্নী শ্রীমতী এলেন রায়। মানবেন্দ্রনাথের সহকর্মী বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তী ও তৎকালীন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক সুহাসচন্দ্র রায়ও সেই টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর পত্নী (ক্রশ চিহ্ন দেওয়া) এবং অন্যান্যদের সঙ্গে দাদাঠাকুর। চিত্র : জঙ্গিপুর সংবাদ

দাদাঠাকুরের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোল। তিনি তাঁকে স্ব-রচিত বিখ্যাত হাসির গান 'কলকাতার ভুল' শোনানোর পর মানবেন্দ্রনাথ 'হো, হো' শব্দে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে এই হাসির গানের রাজাকে অভিনন্দন জানান। মানবেন্দ্রনাথের অনুরোধে দাদাঠাকুর তাঁকে 'সমাজ ন্যাতার ভ্যালু' নামের গানটিও গেয়ে শোনান। গানের শেষ পর্যায়ে দাদাঠাকুর যখন নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে অন্তরাটুকু সুর করে পুনশ্চ গেয়ে উঠলেন :

'ভাবতে পারো নিজে তুমি
মস্ত একজন 'হিরো',
সমাজের কার্যে কিন্তু
ভ্যালু তোমার 'জিরো'।'

মানবেন্দ্রনাথ অট্টহাসি হাসতে হাসতে পার্শ্বে উপবিষ্টা শ্রীমতী এলেনকে বললেন, 'হি ইজ সার্টেনলি এ গ্রেট জিনিয়াস।'

অধ্যাপক সুহাসচন্দ্র রায় মানবেন্দ্রনাথের প্রাণখোলা আলাপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে দাদাঠাকুরের উপস্থিতিতেই নানান বিষয়ে আলোচনা করতে থাকেন। হঠাৎ তিনি এম, এন রায়কে প্রশ্ন করেন : "অনচ্ছা মিঃ রায়, আপনি তো বহু শাস্ত্রে পারদর্শী, কিন্তু গানও জানেন নাকি ?"

অধ্যাপক রায়ের প্রশ্ন শুনে মানবেন্দ্রনাথ উত্তর দিতে কিঞ্চিৎ ইতঃস্তত করছেন দেখে দাদাঠাকুর যেন মুখের কথা কেড়ে নিয়েই প্রম্পট উত্তর দিলেন : 'জি, ইউ, এন,—গান (Gun) খুব ভালো জানা আছে।' পণ্ডিত মশায়ের এই হাস্যরস সমৃদ্ধ উত্তর শুনে মানবেন্দ্রনাথ সপ্রশংস দৃষ্টিতে সহাস্যে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। শ্রীমতী রায় দাদাঠাকুরের হিউমার ঠিক উপলব্ধি করতে না পারায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে ফরাসী ভাষায় সেটা বুঝিয়ে দিতে তিনিও হাসতে থাকেন।

দাদাঠাকুর সাত্ত্বিক মানুষ। মানবেন্দ্রনাথের টি-পার্টিতে সাহেবী খানা তিনি খাননি। কিন্তু এম, এন, রায় তাঁকে পাল্টা জবাব দেবার জন্যে খাওয়ার টেবিলের সমস্ত ভুক্ত বাসন-পত্র দাদাঠাকুরের সামনে সাজিয়ে রেখে ফটো তোলার নির্দেশ দেন। যাতে ভবিষ্যতে দাদাঠাকুরের ফাঁকি-বাজিটা কেউ ধরতে না পারেন। এই একান্ত অন্তরঙ্গ পরিচিতির স্মৃতি মানবেন্দ্রনাথ আজীবন সযত্নে স্মরণ করতেন। দাদাঠাকুর তাঁর চোখে সব সময়ই ছিলেন—'এ গ্রেট জিনিয়াস।'

মানবেন্দ্রনাথের অকাল প্রয়াণে দাদাঠাকুর ভীষণ মর্মাহত হন। তাই 'জঙ্গিপুর সংবাদে' তিনি 'পরলোকে বিশ্ববিখ্যাত চিন্তানায়ক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়' শিরোনামায় মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ পরিচিতির স্মৃতিচিত্র অংকন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন, এবং উপসংহারে লেখেন : 'এই ক্ষণেকের পরিচিতের মহাপ্রয়াণ আজ অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হইতেছে। আমি মানবেন্দ্রনাথের স্বজন ও গুণ-মুগ্ধগণের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।'

জীবাণু সার
এ্যাজোটোব্যাকটর
পাট চাষের খরচ কমায়
ফলন বাড়ায়
মাইক্রোবস ইণ্ডিয়া। ৮৭, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন - ২১
সৌজন্যে : মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
খেতে ভাল ★রেখা বিড়ি
★মুক্তা বিড়ি ★নুরুল বিড়ি
ফোন—২৩
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

সন ১৯৭৫ সালের ১৯৯ নং অন্য মোকর্দ্দমা

বাদী—মহঃ সামশুল হক নাঃ দীং

বিবাদী—বংশবাটী গ্রামের শ্রীশ্রী৺-দুর্গাদেবীমাতা পক্ষে সেক্রেটারী সন্তোষ-কুমার দে মণ্ডল

যেহেতু থানা সুতীর অধীন বংশবাটী গ্রামের ১। সামশুল হক নাঃ পক্ষে গার্জ্জেন অলি পিতা ও স্বয়ং ২। আজাহারুলকে পিতা মৃত আবদুল নাইম ৩। মোসাম্মাৎ মনিরা বেগম স্বামী আজাহারুল হক বংশবাটী গ্রামের শ্রীশ্রী৺ সার্ব্বজনীন দুর্গাদেবীমাতা পক্ষে সেক্রেটারী শ্রীসন্তোষকুমার দে মণ্ডল পিতা ৺মাখনচন্দ্র মণ্ডলকে নিবাসী শ্রেণীভুক্ত করিয়া থানা সুতীর অধীন মৌজা বংশবাটী পক্ষে ২৫৭নং খতিয়ান-ভুক্ত ৬৭৪৭নং দাগের ৮৪ শতক ও ৬০০৬নং দাগের ১১ শতক একুনে ৯৫ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ১৯৯/৭৫নং অন্য প্রকার এক মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তাহাতে বংশবাটী গ্রামের শ্রীশ্রী৺ সার্ব্বজনীন দুর্গাদেবী-মাতা পক্ষে যে কোন ব্যক্তি বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিজ বক্তব্য আদালতে দাখিল করিবার নিমিত্ত ১৮।৫।৭৬ তারিখে দিনধার্য্য করা হইয়াছে।

অদ্য সন ১৯৭৬ সালের ২০।৪ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

By Order of the Court,
Sd/- B. Lala, Sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur.

গোডাউন ও তৎসংলগ্ন জায়গা বিক্রয় হইবে

জঙ্গিপুর সাহেব বাজারের জৈন মন্দিরের পার্শ্বে তেমাথা রাস্তার সম্মুখে বিরাট গোডাউন ও তৎসংলগ্ন পতিত জায়গা বিক্রয় আছে, যদি কেহ খরিদ করিতে ইচ্ছুক থাকেন, শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উকিল মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করুন।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই মে, ১৯৭৬

১১ মনি/৭৫ ডিঃ কমলাপতি চট্টোপাধ্যায় দেং সাহেব মাঝি, মঙ্গল মাঝি ওরফে মঙ্গলা মাঝি দাবি ৬৬৬৫ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ১৭ শতক জমির কাত ১॥/৪ খং ২৩৫ স্থিতিবান স্বত্ব।

শিক্ষক চাই

বি, এস, সি, (পিওর, বি, টি অগ্রগণ্য) শিক্ষক চাই। ৭ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করুন। সম্পাদক, লস্করপুর বালিয়াঘাটি হাই স্কুল (প্রস্তাবিত), পোঃ নস্করপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত সন ১৯৭৫ সালের ১৫৭নং অন্য মোকর্দ্দমা

যেহেতু থানা সুতীর অধীন বংশবাটী সাকিমের ১। আফসারুল খাঁ নাবালক পক্ষে গার্জ্জেন অলি পিতা ও স্বয়ং ২। আবদুল হালিম খাঁ পিতা মৃত আবেদ আলি ৩। তহমিনা বিবি স্বামী আবদুল হালিম খাঁ বাদী শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া থানা সুতীর অধীন মৌজা বংশবাটী মধ্যে ২৫৭নং খতিয়ানভুক্ত ৬৮৮০নং দাগের ৯৭ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় বংশবাটী গ্রামের শ্রীশ্রী৺-সার্ব্বজনীন দুর্গাদেবীমাতা পক্ষে সেক্রেটারী শ্রীসন্তোষকুমার দে মণ্ডল পিতা ৺মাখনচন্দ্র মণ্ডল এর বিরুদ্ধে অত্রাদালতে ১৫৭।৭৫নং এক অন্য প্রকার মোকর্দ্দমা করিয়া দেঃ কাঃ বিঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে প্রার্থনা করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় বংশবাটী গ্রামের শ্রীশ্রী৺সার্ব্বজনীন দুর্গাদেবীমাতা পক্ষে যে কোন ব্যক্তি বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিজ বক্তব্য পেশ করিবার জন্য আগামী ২৫।৫ তারিখে দিন ধার্য্য করা হইল।

By Order of the Court,
Sd/- B. Lala, Sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur.

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

- এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
- আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
- কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
- রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
- হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
- এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
- ★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
জা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।